১১৯৪৬

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/২৩৩১৯১১১৪৯২৩/ ময়মনসিংহ-৩১৭/ ৬৬০৪/৯ তারিখঃ ১৪ ০৮.২০১৯খ্রিঃ

বিষয়: অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলাধীন মজর আলী আকন্দ দাখিল মাদ্রাসার সহকারি মৌলভী (সাময়িক বরখাস্তকৃত) ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগে উল্লেখ করেন-তিনি প্রথম জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে বিগত ১৩/০৩/১৯৯৭খ্রি:তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বিগত ১২/০৮/১৯৯৯খ্রি: তারিখে সহকারি মৌলভী হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৫ সালে এমপিওভুক্ত হন। উক্ত মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি বিগত ০৮/০৮/২০১১ খ্রি: তারিখে তাকে সম্পূর্ণ অন্যায়, বে-আইনী এবং বিধি বহির্ভূতভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগসহ সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ একটি প্রতিবেদন নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি বর্ণনা মোতাবেক (০৪(চার)) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

০৮.০৮.১৯

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/২৩৩১৯১১১৪৯২৩/ ময়মনসিংহ-৩১৭/ তারিখঃ ০৮.২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

৪. জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ।
৫. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
৬. সভাপতি/সুপার, মজর আলী আকন্দ দাখিল মাদ্রাস, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
৭. জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুস খান (অভিযোগকারী), মজর আলী আকন্দ দাখিল মাদ্রাস, ডাকঘর: বাকতা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
৮. পি ও টু চেয়ারম্যান/পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯. অফিস কপি।

মোঃ ওমর ফারুক
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

বরাবর
রেজিষ্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
বখ্শীবাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ **বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি)- প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর ৩৮(৩) বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখে অবৈধভাবে মোঃ আঃ কুদ্দুস খান কে সহকারী মৌলভী শিক্ষকের পদ হইতে সাময়িক বরখাস্তকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ আঃ কুদ্দুস খান, সহকারী মৌলভী শিক্ষক, মজর আলী আকন্দ দাখিল মাদরাসা, ডাকঘরঃ বাকতা, উপজেলাঃ ফুলবাড়ীয়া, জেলাঃ ময়মনসিংহ। আমি বিধি মোতাবেক প্রথমে জুনিয়র শিক্ষক হিসাবে গত ইং ১৩/০৩/১৯৯৭ তারিখ এবং পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক সহকারী মৌলভী শিক্ষক হিসাবে গত ইং ০১/০৮/১৯৯৭ তারিখ নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া গত ইং ১২/০৮/১৯৯৭ তারিখে সহকারী মৌলভী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি এবং জানুয়ারী/১৯৯৫ মাস হতে এমপিও ভুক্ত হই, যার ইনডেক্স নং- ৩৪০৪৪৯। সহকারী মৌলভী শিক্ষক হিসাবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা অবস্থায় গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখে ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায়, বে-আইনী এবং অবৈধভাবে আমাকে সাময়িক বরখাস্ত করেন (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এর তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত শেষ না করে অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় রাখিয়াছেন, যাহা আইনের পরিপন্থী। কোন শিক্ষককে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত করিতে হইলে "বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি)- প্রবিধানমালা, ২০০৯ এবং বে-সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরী বিধি, ১৯৭৯ এর ১১,১২,১৩ ও ১৪ বিধি বিধান অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি আমাকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্তকরণের পূর্বে বা পরে কোন বিধি বিধান অনুসরণ করেন নাই। সে কারণে আমার সাময়িক বরখাস্তকরণ এর আদেশটি অবৈধ হইতেছে।

নিম্নলিখিত কারণ ও হেতু মূলে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকরণ এর আদেশটি বাতিলকরণ এর জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছিঃ-

১। কোন শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটি/ এড-হক কমিটি কর্তৃক দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্তে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগে এক রীট পিটিশন (রীট পিটিশন নং- ৩৬৫৭/২০১৫) এর শুনানীয়ান্তে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় এই মর্মে রায় ও নির্দেশনা প্রদান করেন যে,
Accordingly, we declare that in the absence of any law providing otherwise, no person shall be kept under suspension beyond 60 (sixty) days the date of his/ her suspension. If the suspension contines for further period, exceding 60 (sixty) days, then the person suspended shall be entitled to receive full pay, instead of subsistence allowance, till the suspension order/ letter ends up in a final order.
রীট পিটিশন নং- ৩৬৫৭/২০১৫ এর রায়ের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ইং ২৮/০১/২০১৮ তারিখে একটি পত্রজারী করেন, যার স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০.০৭২.৩১.০০৭.১৫.৬৯৪ (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পত্রে উল্লেখ আছে যে, ৬০ (ষাট) দিনের বেশী সাময়িক বরখাস্তে রাখা হলে তিনি বেতন ও অন্যান্য ভাতা সমুদয় প্রাপ্য হবেন। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি আমাকে অদ্যাবধি পর্যন্ত পূর্ণ বেতন-ভাতা প্রদান করেন নাই, কিংবা চাকুরীতে স্বপদে বহালও করেন নাই, যাহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশের পরিপন্থী। এর ফলে আমার সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি বে-আইনী এবং অবৈধ হইতেছে।

চলমান পাতা-০২

২। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমূহ উল্লেখপূর্বক ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হবে। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি উক্ত বিধান অনুসরণ করেন নাই। এক্ষেত্রে চাকুরী বিধি ১৯৭৯ এর ১৪ (ক) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সুতরাং আমার সাময়িক বরখাস্তের গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখে আদেশটি বেআইনী এবং অবৈধ হইতেছে।

৩। ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্তটি পরবর্তী সভায় অনুমোদন এর পূর্বেই আমাকে সাময়িক বরখাস্তকরণের পত্র প্রদান করেন, যাহা ২০০৯ সালের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধানমালার ৩৭ (২) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৪। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রাপ্তির পর ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সন্তোষজনক বিবেচনা না হলে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন এবং তদন্ত চলাকালীন সময় বা তদন্ত সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই, যাহা চাকুরী বিধি ১৯৭৯ এর ১৪ (২) এবং ১৩ (১) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৫। ম্যানেজিং কমিটির সকল মিটিং মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখে আমাকে সাময়িক বরখাস্ত করণের উদ্দেশ্যে কোন মিটিংই মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় নাই। এক্ষেত্রে ২০০৯ সালের ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধানের ৩৫ (১) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৬। কোন শিক্ষক/ কর্মচারীকে চাকুরী হইতে অপসারণ/ বরখাস্ত করিতে হইলে অবশ্যই নোটিশ খাতায় আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হইবে। যদি উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ নাই। এই ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখের আমার সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি বে-আইনী এবং অবৈধ হইতেছে। যেহেতু নোটিশ খাতায় সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল না। এক্ষেত্রে ২০০৯ সালের ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানের ৩৩ (৬) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৭। শুধুমাত্র তদন্তকালীন সময়ে কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তে রাখা যাবে। কোন ভাবেই সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে পারে না। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রায় ৯ (নয়) বৎসর কাল সাময়িক বরখাস্তে রেখেছে। সুতরাং সাময়িক বরখাস্তের আদেশের মেয়াদকাল দীর্ঘদিন বহাল থাকায় তা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। ম্যানেজিং কমিটি আমাকে সহকারী মৌলভী শিক্ষকের পদ হইতে গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। কিন্তু অব্যাবধি ম্যানেজিং কমিটি আমার বিরুদ্ধে রুজুকৃত অভিযোগের বিষয়ে বিভাগীয় প্রেসেডিং সমাপ্ত করতে পারেন নাই। সুতরাং দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

৯। নির্দিষ্ট এবং যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রসেডিং সমাপ্ত করিতে না পারিলে, আনীত অভিযোগ এর দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক চাকুরীতে পুন:বহালের বিধান স্বীকৃত। সুতরাং দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

১০। শোকজ নোটিশের জবাব প্রাপ্তির পরে অবশ্যই তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং উক্ত তদন্ত কমিটি অভিযোগের বিষয় এবং শোকজের বিষয়সমূহ তদন্ত করবেন এবং তদন্ত পরবর্তী পুনরায় তদন্ত রিপোর্ট সহকারে শোকজ করবেন। কিন্তু আমাকে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন প্রকার শোকজ করা হয় নাই, যা সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং অবৈধ। এক্ষেত্রে চাকুরী বিধির ১৯৭৯ এর ১৪ (খ) এবং ১৩ (ক) বিধির সুস্পষ্ট লংঘন।

১১। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমার সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি অর্থ বেতন প্রদান সাপেক্ষে গত ইং ০৯/১০/২০১৩ তারিখে প্রত্যাহার করেন। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে অদ্যাবধি পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল করেন নাই এবং অর্ধ বেতন ভাতাও প্রদান করেন নাই যা বে-আইনী এবং অবৈধ।

১২। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনায়ন করেছেন তা সুস্পষ্ট এবং ডকুমেন্ট সহকারে আমি গত ইং ১০/১০/২০১১ তারিখ জবাব দাখিল করি (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু ব্যক্তি আক্রোস, প্রতিহিংসা এবং অসৎ উদ্দেশ্যে আমার জবাব গ্রহণ করেন নাই। আমি মাদ্রাসায় কখনই অনুপস্থিত ছিলাম না। সুপার সাহেব কমিটির কতিপয় সদস্যের সহিত যোগসাজস করে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

চলমান পাতা-০৩

আমি যাতে প্রতিষ্ঠানে আসতে না পারি এ জন্য বিভিন্নভাবে তিনি আমাকে হুমকি দিতে থাকেন। এ সকল অভিযোগের বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিসে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করলেও কোন প্রতিকার পাই নাই।

১৩। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ কাল্পনিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ চাকুরী বিধি ১৯৭৯ এর ১১ বিধির বিধান মোতাবেক পেশাগত অসদাচরণ এর পর্যায়ে আসে না, সুতরাং সাময়িক বরখাস্তকরণের আদেশটি বে-আইনী।

১৪। জুনিয়র মৌলভী শিক্ষক থেকে সহকারী মৌলভী শিক্ষক পদে পদায়নের বিষয়টি দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর আগের। তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটি বিষয়টি নিষ্পত্তি করে গেছেন এবং সে মোতাবেক মহাপরিচালক, শিক্ষা ভবন, ঢাকা অফিস কর্তৃক উক্ত পদের বিপরীতে আমাকে সরকারী অংশের বেতন ভাতা দিয়ে আসছেন, ফলে বিষয়টি মিমাংসিত। সুতরাং উক্ত বিষয়ে পুনরায় অভিযোগ আনায়ন করার কোন সুযোগ নাই।

১৫। আমার বাড়ী মাদ্রাসা হইতে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নিয়োগ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন থেকে আমার পদটি শূন্য করার জন্য মাদ্রাসার সুপারসহ কতিপয় কমিটির সদস্যবৃন্দ যোগসাজশ করে আসছেন। ফলে তরা যে কোন মূল্যে আমাকে ঐ মাদ্রাসা থেকে সরানোর জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। এই জন্য তারা আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছেন। এমনকি প্রাণ নাশের হুমকিও দিচ্ছেন। আমি যাতে ঐ মাদ্রাসায় যেতে না পারি সেজন্যও আমাকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ সাময়িক বরখাস্তে থাকায় এবং বেতন-ভাতা না পাওয়ায় ছেলে-মেয়ে নিয়ে চরম মানবেতর জীবন-যাপন করছি।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে আমি আমার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক চাকুরীতে স্বপদে পুন:বহাল করার জন্য গত ইং ০৭/০১/২০১৯ তারিখ আপনার বরাবরে একটি দরখাস্ত জমা দেই। উক্ত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আপনার অফিস কর্তৃক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে গত ইং ২৯/০৪/২০১৯ তারিখ একটি পত্র দেন (কপি সংযুক্ত)। তাতে উল্লেখ করেন যে, আগামী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে আমার সাময়িক বরখাস্তের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেন। যদি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেন তাহলে উক্ত কাগজপত্র সহ আমার বর্তমান দাখিলকৃত আবেদনটি বিবেচনায় নিয়ে আমার সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে আপনার নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

অতএব মহোদয় উপরে উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ সদয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি)- প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর ৩৮(৩) বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ইং ০৮/০৮/২০১১ তারিখে অবৈধভাবে মোঃ আঃ কুদ্দুস খান কে সহকারী মৌলভী শিক্ষকের পদ হইতে সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি বাতিলপূর্বক চাকুরীতে স্বপদে পুন:বহালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

বিনীত নিবেদক,

তারিখঃ ২৯/৫/০১৯

২৯/৫/০১৯

(মোঃ আঃ কুদ্দুস খান)
সহকারী মৌলভী শিক্ষক (সাময়িক বরখাস্তকৃত)
মজর আলী আকন্দ দাখিল মাদ্রাসা
ডাকঘরঃ বাকতা, উপজেলাঃ ফুলবাড়িয়া
জেলাঃ ময়মনসিংহ।
মোবাঃ ০১৭৭৮৯৫৯৫০৩